Debdaru: *Monoon longifolia* (Sonn.) B. Xue & R.M.K. Saunders; Family- Annonaceae

Monoon longifolia of the family Annonaceae is well known with the name *Polyalthia longifolia* in different flora and taxonomic account and in Bengali it is known as *Debdaru*. However, in Indian mythology, it is known as the *Ashoka tree* or *False Ashok*, holds both significant religious and cultural importance. It is associated with love, fertility, as well as blessings. So, it is often planted near temples and used in the religious ceremonies. The tree is revered to Hinduism and Buddhism and is a symbol of beauty, resilience and spiritual enlightenment. It is also called as False Ashok. It is considered as symbol of love and enhances neutral well-being with stress reduction and of cultural and spiritual significance. It has rich tapestry of Indian mythology as it is a sign of love, compassion and fertility. Its presence in ancient stories is not just a casual mention but a deep-rooted symbol of life's most cherished aspects. During ceremonies it transcends its role as more decoration but it embodies hope and signifies new beginnings, making it an integral part of cultural celebrations and personal milestones. It makes, stress reduction and mental well-being and working its quiet magic on frazzled minds, it’s presence can improve the human spirit. Tall straight trunks are used for masts. Wood is used for boxes and packing cases, etc. Bark of the stem is used as febrifuge.

মুনুন লঙ্গিফোলিয়া (পরিবার: অ্যানোনেসী) বিভিন্ন উদ্ভিদতাত্ত্বিক গ্রন্থ ও শ্রেণিবিন্যাসে পলিয়ালথিয়া লঙ্গিফোলিয়া নামে বহুল পরিচিত, এবং বাংলায় এটিকে বলা হয় দেবদারু। ভারতীয় পুরাণে এই বৃক্ষটি কখনও অশোক গাছ বা নকল অশোক (ফলস অশোক) নামে উল্লেখিত হয়। এটির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অত্যন্ত গভীর। এটি প্রেম, উর্বরতা ও আশীর্বাদের প্রতীক—তাই মন্দিরের কাছে রোপণ করা হয় এবং নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে এই গাছ সৌন্দর্য, দৃঢ়তা এবং আধ্যাত্মিক জাগরণের প্রতীক হিসেবে পূজিত। নকল অশোক নামে পরিচিত হলেও, এটিকে প্রেমের প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়, মানসিক শান্তি বৃদ্ধি করে, মানসিক উদ্বেগ ও চাপ কমাতে সাহায্য করে এবং গভীর সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বহন করে। ভারতীয় পুরাণে দেবদারুর উপস্থিতি কেবল অলঙ্করণ নয়, বরং জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মূল্যবোধ—ভালোবাসা, সহানুভূতি ও উর্বরতার প্রতীক। প্রাচীন কাহিনীতে এটি উল্লেখ কেবল শোভা নয়, বরং গভীর অর্থবহ প্রতীকী বার্তা বহন করে। অনুষ্ঠানগুলিতে এটি শুধু সাজসজ্জার উপাদান বা উপকরন নয়—এটি আশা, নতুন সূচনা এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রতীক, তাই এটি সাংস্কৃতিক উৎসব ও ব্যক্তিগত জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকের অপরিহার্য অংশ হিসেবে পরিগণিত করেছে। দেবদারুর উপস্থিতি মানসিক প্রশান্তি এনে

দেয়, চাপ কমায় এবং মানুষের মনোবলকে উন্নত করে—নিঃশব্দে নিজের ইচ্ছাপুরণে জাদুর মত কাজ করে যায়।এটির সরল কাণ্ড মাস্তুম হিসেবে ব্যাবহৃত হয়।কাঠ বাক্স প্রভৃতি তৈরিতে কাজে লাগে। কাণ্ডের ছাল জ্বর কমাতে ব্যাবহৃত হয়।